দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 14 JAN 1993
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

187

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা

মুহম্মদ আবদুস সুবহান
মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

শিক্ষা মানুষের একটি জন্মগত মৌলিক অধিকার। প্রকৃত শিক্ষাই পারে মানুষকে জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে তুলতে এবং একটি অর্থবহ জীবন যাপনের প্রতিশ্রুতি দিতে। মানব সভ্যতার ইতিহাসের দিকে তাকালেও দেখি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে শিক্ষাই মানুষকে সত্যিকারের মর্যাদা দিয়েছে এবং দেশের জন্য তাঁকে উৎপাদনক্ষম মানব সম্পদে পরিণত করেছে। তাই শিক্ষিত জনগোষ্ঠী মানেই উন্নয়নক্ষম মানব সম্পদ এবং উন্নত দেশ।

শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের পিছিয়ে পড়ার ইতিহাস নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর শিক্ষার হার ৯০ শতাংশের বেশী এবং আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহসহ উন্নয়নকামী দেশগুলিও এক্ষেত্রে সাফল্যের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ভারতে বয়স্ক সাক্ষরতার হার শতকরা ৪৮·২ এবং শ্রীলঙ্কায় ৮৮·৪ অথচ আমাদের বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৩০%–এর কাছাকাছি। এ অত্যন্ত করুণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন এবং ২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' বাস্তবায়নের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্তকরেছেন।

শিক্ষার ভিত্তি প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের উপরই নির্ভর করে উচ্চতর শিক্ষার ভবিষ্যৎ। ১৯৭২ সালে ডঃ কুদরত–ই–খুদা এর নেতৃত্বে বাংলাদেশে প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে পেশকৃত এই কমিশন রিপোর্টে ১৯৮০ সালের মধ্যে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়। ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সরকারী করণ আইন জারী করা হয়। বর্তমানে ৩৭,৭৩৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন আছে। ১৯৭৮ সালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময়ে যে জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছিল তাঁদের প্রণীত অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষা নীতিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয় যে– (ক) প্রাথমিক শিক্ষা হবে সার্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক এবং (খ) প্রথম বছর শুধু ১ম শ্রেণী বাধ্যতামূলক হবে। অতঃপর ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণী পর্যায়ক্রমে বাধ্যতামূলক হবে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময়েই সর্ব প্রথম দেশব্যাপী গণশিক্ষা ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়। ১৯৯৩ সালের ১ লা জানুয়ারী থেকে দেশব্যাপী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। এর প্রস্তুতি পর্ব হিসাবে প্রথম পর্যায়ে ১৯৯২ সালের জানুয়ারী মাস থেকেই দেশের ৬৮ টি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক গৃহীত "২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা" সনদে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে। এই সনদের মূলকথা হল ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা। বাংলাদেশ সরকার ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে (১৯৯০–৯৫) সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প প্রণয়ন করেছে। সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ২০৮৬·৪৭ কোটি টাকার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে ১১৫৩·৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এ বরাদ্দ শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দের ৪৯·৪%। বিভিন্ন কর্মসূচীর আওতায় মোট ১০,৮৮৩ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ এবং ১০,১২৮ টি মেরামত করা হবে। ১৯৯২ সালের জুন মাস পর্যন্ত ২,৬৭৮ টি বিদ্যালয় নির্মাণ এবং ৫,৫৫৪টি মেরামত করা হয়েছে। ১৯৯২–৯৩ সালে ৫,২৫৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ও ২,৯০৬টির মেরামত কাজ চলছে। এ ছাড়া বেসরকারী রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়নের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকার যেসব এলাকায় বিদ্যালয়ের অভাব আছে সেসব এলাকা চিহ্নিত করে প্রায় ৪,০৩২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। শিক্ষা হচ্ছে একটি লাভজনক বিনিয়োগ। সরকারের সকল কর্মসূচী এ লক্ষ্যে উৎসারিত।

তাছাড়া প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষকতা এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব বিবেচনা করে সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রায় ২০০টি স্যাটেলাইট স্কুল স্থাপন করা হচ্ছে। মূল বিদ্যালয় থেকে ১ম ও ২য় শ্রেণী পৃথক করে শিক্ষার্থীদের গৃহের নিকটে নিয়ে আসা এ প্রকল্পের লক্ষ্য। এছাড়াও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ বিদ্যালয়ে ভৌত সুবিধাদি (ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র) বৃদ্ধি করা; ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা; শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করা; প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা উন্নত করা; শিক্ষক–শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা; বিদ্যালয় পরিচালনায় সমাজের সহযোগিতা বৃদ্ধি করা; শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এতদ্ব্যতীত, শিক্ষকদের শূণ্য পদে সত্বর নিয়োগ প্রদান করে বিদ্যালয়ের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা। অতিরিক্ত ১০,০০০ নতুন শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগও গ্রহণ করা হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায়– প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কতকগুলি বাধা যেন অনড় হয়ে আছে। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে শিশুর জীবনের সাথে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতার অভাব এবং বিদ্যালয় পরিবেশের অনাকর্ষণীয়তা। প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রমের সংগে বৃহত্তর গ্রামজীবনের কোন সম্পর্ক ছিল না।

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিৎ শিশুকে বাস্তব জীবনের জন্য পর্যাপ্তভাবে প্রস্তুত করে তোলা। যেন সে তার নিজস্ব পরিবেশে খাপ খাইয়ে উন্নততর জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। এই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম এবং টেক্সট বুক বোর্ডের সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়নের বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকের নবায়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকের নবায়নের কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম সম্পর্কে শিক্ষকদের অবহিত করার জন্য ১৯৯০ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান শুরু করা হয়েছে।

এছাড়া শিক্ষক–শিক্ষিকাগণকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ এবং উদ্বুদ্ধ করার জন্য চাকুরীকালীন পৌনঃপুনিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রবর্তন করা হয়েছে ১৯৮৪ সালের জুলাই মাস থেকে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর একটি প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে শিশুদের কাছে বিদ্যালয়গৃহ আকর্ষণীয় করে তোলা।

শিক্ষা ক্ষেত্রে চারটি বিষয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হচ্ছে– শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা উপকরণ। এই চারটি উপাদানের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

এই চারটির যে কোনটিকে বাদ দিয়ে শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমাদের এ কথাটি মনে রাখতে হবে। তা'হলেই আমরা অদূর ভবিষ্যতে দেশবাসীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে পারব। আর এ জন্যে সকল কর্মসূচীতে সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

সম্প্রতি মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে "গণশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ" নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়েছে। এই বিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনুকূল সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে একে সফল করে তোলা।

নিঃসন্দেহে এটা একটা সময়োপযোগী ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তবে, এ মহৎ উদ্যোগের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে দেশের জনসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর।